

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

বর্জ্য নির্দিষ্ট
জায়গায় ফেলুন



বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

বর্জ্য উৎপাদন, সংগ্রহ, পরিবহন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পুনর্ব্যবহার এবং নিষ্কাশনের সমন্বিত প্রক্রিয়াকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বলে। কারখানাতে বেঁচে যাওয়া কাপড়ের টুকরো বা কাটা ফেব্রিক্স যত্রতত্র ফেলে না দিয়ে পুনরায় ব্যবহার উপযোগী হিসেবে তৈরি করার প্রক্রিয়াটি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটি উদাহরণ।

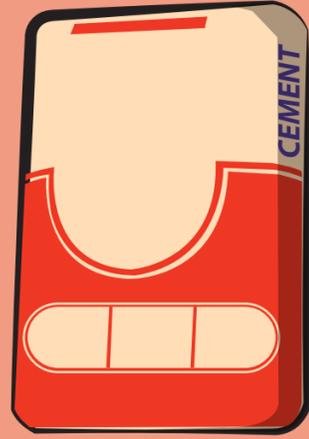
বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মূলভিত্তি হলো তিনটি **R (3R)**-

- ১ **Reduce** বর্জ্যের পরিমাণ কমানো
- ২ **Reuse** বর্জ্যের পুনর্ব্যবহার
- ৩ **Recycle** বর্জ্যের ব্যবহার করে পুনর্নির্মাণ

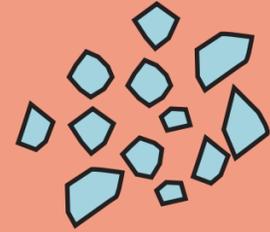
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা



বর্জ্যের পরিমাণ কমানো



বর্জ্যের পুনর্ব্যবহার



বর্জ্যের ব্যবহার করে পুনর্নির্মাণ

বজ্যের প্রকারভেদ

বজ্য পদার্থ তিন প্রকার, যেমন-

ক কঠিন বজ্য

খ তরল বজ্য

গ গ্যাসীয় বজ্য

আবার বিসক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে বজ্য পদার্থকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

ক বিষাক্ত বজ্য

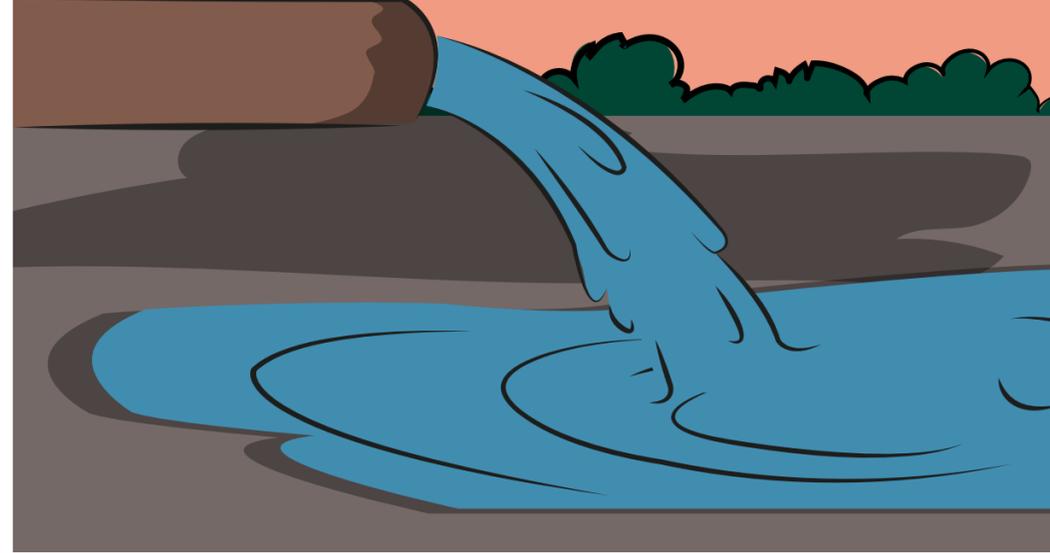
খ বিষহীন বজ্য

বর্জ্যের প্রকারভেদ

কঠিন বর্জ্য



তরল বর্জ্য



গ্যাসীয় বর্জ্য



বিষাক্ত বর্জ্য



বিষহীন বর্জ্য

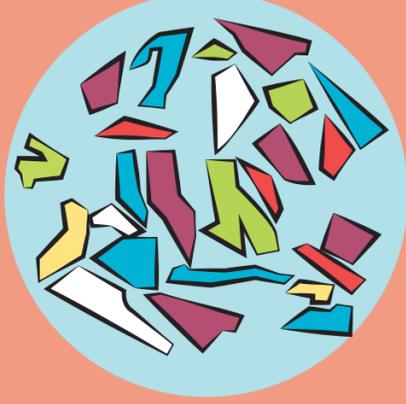


পোশাকশিল্পের বর্জ্যসমূহ

পোশাকশিল্পের বর্জ্য উৎপাদনের উৎসগুলো হলো:

- ১ কাটা ফেব্রিক্স
- ২ প্রিন্টিং এবং ডাইং বর্জ্য
- ৩ সুইং বর্জ্য
- ৪ ফিনিশিং বর্জ্য
- ৫ প্যাকিং বর্জ্য
- ৬ রাসায়নিক বর্জ্য

পোশাকশিল্পের বর্জ্যসমূহ



কাটা ফেব্রিক



রাসায়নিক বর্জ্য



ডাইং বর্জ্য



প্যাকিং বর্জ্য



সুইং বর্জ্য

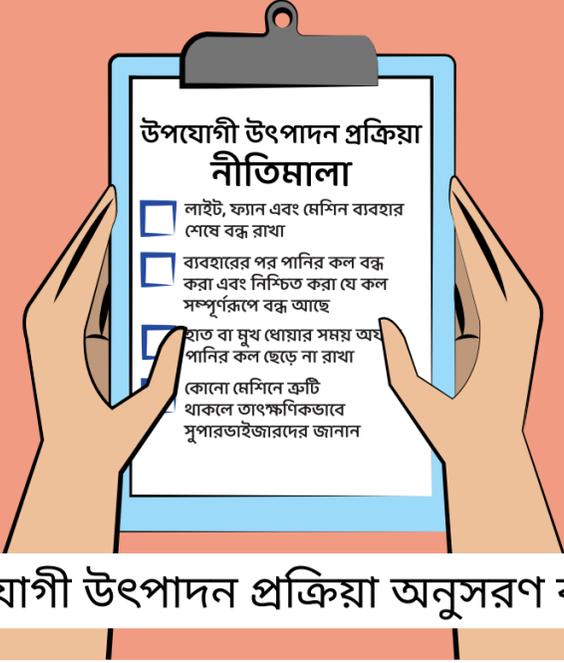


ফিনিশিং বর্জ্য

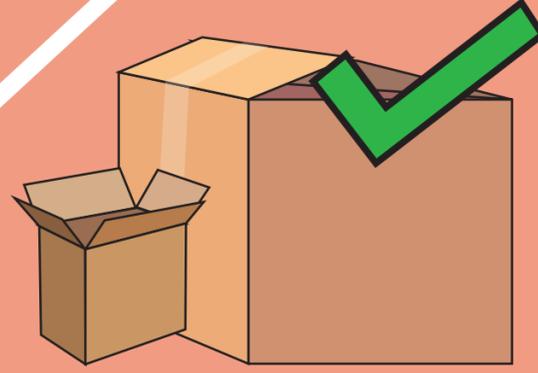
পোশাকশিল্পের ক্ষেত্রে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপায়সমূহ

- ১ **উপযোগী উৎপাদন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা:** কম পানি, তেল, গ্যাস এবং রাসায়নিক ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা;
- ২ **প্যাকিং বর্জ্য কমানো:** পচনশীল বা পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্যাকিং উপকরণ ব্যবহার করা;
- ৩ **বর্জ্য কাপড় পুনরায় ব্যবহার:** বর্জ্য কাপড় নতুন পণ্য তৈরি করতে ব্যবহার করা;
- ৪ **উৎপাদন প্রক্রিয়াকে পুনরায় ডিজাইন করা:** কম পানি, তেল, গ্যাস এবং রাসায়নিক ব্যবহৃত হয় এমন উপযোগী উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যবহার করে উৎপন্ন বর্জ্য কমানো;
- ৫ **স্থানীয় সংস্থা ও জনগণের সাথে সহযোগিতা:** স্থানীয় সংস্থা ও জনগণের সাথে বিভিন্ন সহযোগিতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে বর্জ্য কমানো এবং পুনর্ব্যবহার করার সুবিধাগুলো সম্পর্কে শিক্ষামূলক কার্যক্রম আয়োজন করা।

পোশাকশিল্পের ক্ষেত্রে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপায়সমূহ



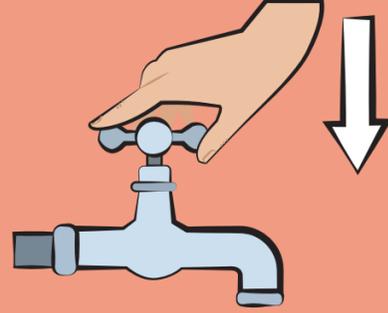
উপযোগী উৎপাদন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা



প্যাকিং বর্জ্য কমানো



বর্জ্য কাপড় পুনরায় ব্যবহার



উৎপাদন প্রক্রিয়াকে পুনরায় ডিজাইন করা



স্থানীয় সংস্থা ও জনগণের সাথে সহযোগিতা



বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পোশাকশিল্প শ্রমিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

- ১ বিভিন্ন ধাপে যথাযথভাবে বর্জ্য বাছাই করা;
- ২ কারখানায় বর্জ্য হ্রাস উদ্যোগে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা এবং অন্যদেরকেও উৎসাহিত করা;
- ৩ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে নিজেদের মতামত প্রদান করা যাতে যেকোন নতুন বর্জ্যের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা যায়;
- ৪ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা;
- ৫ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সুবিধা, অসুবিধা, সীমাবদ্ধতা এবং ফলাফল নিয়ে বিভিন্ন কমিটির সাথে আলোচনা।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পোশাকশিল্প শ্রমিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য



বিভিন্ন ধাপে যথাযথভাবে বর্জ্য বাছাই করা



কারখানায় বর্জ্য হ্রাস উদ্যোগে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা এবং অন্যদেরকেও উৎসাহিত করা



বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে নিজেদের মতামত প্রদান করা যাতে যেকোন নতুন বর্জ্যের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা যায়



বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিভিন্ন কমিটির সাথে আলোচনা



প্রারম্ভিকা

বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রতিটি দেশ এখন নানা ধরনের পরিবেশগত সমস্যায় জর্জরিত। এই পরিবেশগত সমস্যার বিভিন্ন ধরন এবং কারণ থাকলেও এর বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে আমাদের প্রকৃতি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের উপর। আর সকল ধরনের ক্ষতিকর প্রভাবের প্রাথমিক এবং প্রধানতম শিকার হয় মানুষসহ বিশ্বের সকল প্রাণীকুল।

যদিও পরিবেশগত সমস্যা সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে আমরা একেবারে বন্ধ করতে পারবো না, কিন্তু আমাদের কিছু কার্যক্রম এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই সমস্যাগুলোর ক্ষতিকর প্রভাব রোধ করে পরিবেশগত বিপর্যয় কমিয়ে আনতে পারি।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এদেশের অর্থনীতির একটা বড় অংশ পোশাকশিল্পের উপর নির্ভরশীল। আর এই শিল্পের সাথে প্রত্যক্ষভাবে ৪০ লক্ষের অধিক মানুষ সংযুক্ত রয়েছে। পরিবেশগত ক্ষতিকর প্রভাবগুলো অন্যদের সাথে এই শিল্পে যুক্ত মানুষদের জীবন ও জীবিকাকেও প্রভাবিত করে। জলবায়ু ও পরিবেশবান্ধব সামাজিক সংলাপ প্রকল্পের আওতায় কারখানা পর্যায়ে শ্রমিক সহ সব পর্যায়ের কর্মীদের এ বিষয়ে সচেতন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য শিখন উপকরণ হিসেবে চারটি (৪টি) ফ্লিপচার্ট তৈরি করা হয়েছে। জলবায়ু ও পরিবেশবান্ধব সামাজিক সংলাপ কর্মসূচির আওতাভুক্ত সকল অংশগ্রহণকারীদের সাথে ধারাবাহিকভাবে ফ্লিপচার্টের শিখন বার্তাগুলো উপস্থাপন করা হবে। ফ্লিপচার্টগুলো হলো:-

ফ্লিপচার্ট-১: জলবায়ু পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়ন

ফ্লিপচার্ট-২: প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা

ফ্লিপচার্ট-৩: বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

ফ্লিপচার্ট-৪: জলবায়ু ও পরিবেশবান্ধব সামাজিক সংলাপ

ফ্লিপচার্ট ব্যবহারে রিসোর্স পারসনদের করণীয়

ফ্লিপচার্ট ব্যবহারে রিসোর্স পারসনগণ নিম্নে লিখিত ব্যবহার বিধিগুলো ভালোভাবে দেখে নিবেন। রিসোর্স পারসনগণ এই বিধিগুলো অনুসরণ করলে অধিবেশন পরিচালনা সহজ হবে। ব্যবহার বিধিগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. ফ্লিপচার্ট ব্যবহার করার আগে অংশগ্রহণকারীদেরকে মানসিকভাবে তৈরি করে নিতে হবে এবং এই চার্ট দেখানোর উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বর্ণনা করতে হবে;
২. ফ্লিপচার্ট অংশগ্রহণকারীদের সামনে উপস্থাপন করার পূর্বে প্রশিক্ষককে অবশ্যই তা ভালোভাবে আত্মস্থ করে নিতে হবে। অংশগ্রহণকারীদের সামনে দেখে দেখে পড়লে তা ভালো দেখাবে না;
৩. ফ্লিপচার্টটি এমনভাবে ধরতে হবে যাতে সব অংশগ্রহণকারী তা দেখতে পান;
৪. উপস্থাপনার সময় ফ্লিপচার্টের কোনো অংশ যাতে কোনো কিছু দিয়ে ঢাকা না থাকে তা খেয়াল রাখতে হবে;
৫. সাধারণত ফ্লিপচার্টের এক পিঠে ছবি এবং অন্য পিঠে আলোচ্য বিষয়ের বর্ণনা থাকে। প্রথমে ছবি দেখিয়ে নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে আলোচনা এগিয়ে নিতে হবে এবং সেই আলোচনার সূত্র ধরে তার বক্তব্য উপস্থাপন করতে হবে;
 - ছবিতে আমরা কী দেখছি?
 - ছবি দেখে কী বুঝতে পারছি?
 - আমাদের চারপাশে কি এরকম দেখতে পাই?
 - এসব ক্ষেত্রে আমরা কী করি?
 - এসব ক্ষেত্রে আমাদের কী করা উচিত?
৬. প্রশিক্ষক সকল অংশগ্রহণকারীদের একে একে আলোচ্য বিষয়ের উপর মতামত প্রদান করার সুযোগ করে দিবেন। যারা আলোচনায় কম অংশগ্রহণ করছেন প্রশিক্ষক কৌশলে তাদেরকে আলোচনায় যুক্ত করবেন;
৭. ফ্লিপচার্টের এক পিঠের ছবির উপর আলোচনা শেষ না হলে অন্য পিঠে যাওয়া উচিত নয়;
৮. ছবি দেখানো বা আলোচনা করার সময় কোনভাবেই তাড়াহুড়া করা উচিত নয়। এতে অংশগ্রহণকারীদের আলোচনায় মনোযোগ রাখা কঠিন হবে;
৯. ফ্লিপচার্টের শিখনবার্তা পড়ে শোনানোর জন্য প্রশিক্ষক প্রয়োজনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে কাউকে অনুরোধ করতে পারেন;
১০. সম্পূর্ণ ফ্লিপচার্টটি উপস্থাপন করার পর প্রশিক্ষক আলোচনার সারসংক্ষেপ করবেন।



**Ethical
Trading
Initiative**

সংকলন ও সম্পাদনা:

আহমেদ আবু সুফিয়ান
নাফিজ মাহমুদ অয়ন

প্রকাশনা:

এথিক্যাল ট্রেডিং ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ

 www.etibd.org

*এই প্রকাশনায় ব্যবহৃত তথ্য ও উপাত্তের দায়ভার দাতা সংস্থার নয়।



প্লাস্টিক

কাগজ

পচনশীল
বর্জ্য



আরও তথ্য পেতে স্ক্যান করুন

